বঙ্গবন্ধুর দর্শন
সমবায়ে উন্নয়ন

মুনিমা হাফিজ
নিবন্ধক ও মহাপরিচালক
সমবায় অধিদপ্তর
আগারগাঁও, ঢাকা- ১২০৭
ফোন: +৮৮-০২-৪৮১১৯৩০৫
E-mail: reg.dg@coop.gov.bd

আধা-সরকারি পত্র নম্বর: ৪৭.০৬১.০০০০.০৪৬.২৩.০০৮.২৩.১৬৬(৮)

তারিখ: ১৮.১০.২০২৩

প্রিয় সহযোগী,

আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা নিবেন। আমরা সকলে অবগত আছি যে, একটি বিভাগের সকল জেলা ও উপজেলার আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ও সুশাসন নিশ্চিতকরণ বিষয়ক সকল কর্মকাণ্ডের নেতৃত্ব দেন সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার। এটি একটি গুরুদায়িত্বও বটে এবং একইসাথে মর্যাদাসম্পন্ন। এমন প্রেক্ষাপটে আপনি বিভাগীয় কমিশনার হিসেবে নিয়োজিত থেকে অত্যন্ত দক্ষতা ও সফলতার সাথে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছেন জেনে আপনাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনি জানেন যে, সমবায় কার্যক্রমে দেশের জনগণকে সম্পৃক্তকরণ এবং এর গুরুত্ব সকল শ্রেণির মানুষের নিকট তুলে ধরার উদ্দেশ্যে প্রতিবছর জাতীয় সমবায় দিবস উদযাপিত হয়ে আসছে। এ বছর ৪ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে **৫২তম জাতীয় সমবায় দিবস** উদযাপিত হবে। ডিজিটাল বাংলাদেশ, বাংলাদেশের ইতিহাসের একটি প্রেরণাদায়ী অঙ্গীকার। এরই ধারাবাহিকতায় ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' এ রূপান্তরের কাজ শুরু হয়েছে। স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার চারটি স্তম্ভ- স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট ইকোনমি, স্মার্ট গভর্নমেন্ট এবং স্মার্ট সোসাইটি। ভবিষ্যতের স্মার্ট বাংলাদেশ হবে সাশ্রয়ী, টেকসই, জ্ঞানভিত্তিক, বুদ্ধিদীপ্ত এবং উদ্ভাবনী। সেপ্রেক্ষিতে এবারের জাতীয় সমবায় দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে '**সমবায়ে গড়ছি দেশ, স্মার্ট হবে বাংলাদেশ**'। যা অত্যন্ত সময়োপযোগী।

কেন্দ্রীয়ভাবে দিবসটি বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে উদযাপিত হবে। উক্ত অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকতে সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। একইসাথে বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়েও দিবসটি উদযাপিত হবে। বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের অনুষ্ঠানে মাননীয় মন্ত্রী, সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি, সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, প্রতিমন্ত্রী, হুইপ, উপমন্ত্রী, স্থানীয় সংসদ সদস্য, বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাগণকে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে। এছাড়া বীর মুক্তিযোদ্ধা, সফল সমবায়ী, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সামাজিক আন্দোলন ও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে অনুষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের তাৎপর্য ও গুরুত্ব বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

আমি বিশ্বাস করি, আপনার আন্তরিক ও সক্রিয় সহযোগিতা এবং যোগ্য নেতৃত্বে আপনার বিভাগে ৫২তম জাতীয় সমবায় দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত হবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমবায়ের গুরুত্ব বিবেচনা করে বাংলাদেশের সংবিধানে সমবায়কে মালিকানার ২য় খাত হিসেবে নির্ধারণ করেছিলেন। ফলে তাঁর আজন্ম লালিত স্বপ্ন সুখী ও সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গঠনে আপনার এ উদ্যোগের মাধ্যমে সমবায় বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সমবায়ীগণ আরোও বেশি অনুপ্রাণিত হবে।

শুভেচ্ছান্তে,

আন্তরিকভাবে আপনার

মুনিমা হাফিজ

জনাব .....
বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম।